উৎসবে ঃ
বিপদে ঃ
সম্পদে ঃ
প্রয়োজন টাকার ঃ—আপনাকে টাকা উপার্জ্জন করতে সঞ্চয় করতে ও বর্দ্ধিত করতে সাহায্য করবে
দি
ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ
স্থাপিত ১৯২৮
হেড অফিস ঃ—৩নং ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা
বিশেষ সর্ত্তাদির জন্য স্থানীয় ব্যাঙ্কে অনুসন্ধান করুন
জঙ্গীপুর শাখার
ম্যানেজিং এজেণ্ট ঃ— পি, চ্যাটার্জ্জি, বি-এল। ম্যানেজিং ডিরেক্টর ঃ— পি, কে, গুহ।

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদের সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা হাতে ১৷৹ টাকা। নগদ মূল্য ⁄৹ এক আনা। বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়।

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ⁄৹ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ⁄৹ আনা, তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ⁄১৹ আনা, বড় স্থায়ী বিজ্ঞাপনের বিশেষ দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

৩১শ বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ মুর্শিদাবাদ—১৯শে পৌষ বুধবার ১৩৫১ ইংরাজী 3rd Jan. 1945 { ৩২শ সংখ্যা

এই জনগণ জাগরণকালে স্ত্রী-পুরুষের মহাবন্ধু

হিলিংবাম

সেবনে মেহরোগ চির আরোগ্য ও নবযৌবন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবে

১ মাত্রায় পরিচয় পাইবেন, সপ্তাহে আরোগ্য হইবেন।

৫৪ বৎসর ধরিয়া রোগী ও চিকিৎসক উভয় দলের নিত্য ব্যবহার্য্য। আই-এম-এস, এম-ডি-এফ-আর-সি-এস, এম-আর-সি-পি, এম-আর-সি-এস, এল-আর-সি-পি, এল-আর-সি-এস প্রভৃতি উপাধিধারী ডাক্তারগণ কর্ত্তৃক অতি উচ্চ প্রশংসিত ও পৃষ্ঠপোষিত। প্রশংসাকারী দুই একজন ডাক্তারের নাম দেখুন :—

কর্ণেল কে, পি, গুপ্ত আই-এম-এস, এম-ডি, এফ-আর-সি-এস ইত্যাদি; লেঃ কর্ণেল এন, পি, সিংহ, আই-এম-এস, এম-আর-সি-পি, এম-আর-সি-এস, সার্জ্জন মেজর বি, কে, বসু, আই-এম-এস, এম-ডি-সি-এম, ইত্যাদি।

মূল্য বড় শিশি ৩৲, মাঝারি ২৷৹, ছোট ১৶৹ ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র। বিশেষ বিবরণ সম্বলিত তালিকা-পুস্তক লিখিলে বিনামূল্যে পাঠাই।

"হিলিংবাম" ব্যবহারে আরোগ্য লাভের পর শরীরে বলাধান ও পুনরায় আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য

স্বর্ণঘটিত সালসা **স্যাঙ্গো** ব্যবহার করা একান্ত কর্ত্তব্য

"স্যাঙ্গো" স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ। পারদ গরমী এবং যাবতীয় রক্তদুষ্টিতে অব্যর্থ।

মূল্য প্রতি শিশি (১৬ দিনের উপযোগী) ২৲ ; ৩টী একত্রে ৫৷৹ ডাক মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

আর, লগিন এণ্ড কোং—ম্যানুঃ—কেমিষ্টস্।

১৪৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। টেলিগ্রাম—"হিলিং" কলিকাতা

জয়যাত্রার পথে

ভারতীয় জীবনবীমার ইতিহাসে হিন্দুস্থান প্রতি বৎসরই এক একটি গৌরবময় অধ্যায় রচনা করে। ১৯৪৩ সালে যুদ্ধ এবং দুর্ভিক্ষের সঙ্কটময় পরিস্থিতিতেও ইহার প্রভূত সাফল্য অন্যান্য বৎসরের তুলনায় অধিকতর গৌরবের পরিচায়ক। আর্থিক সংস্থানের সারবত্তা, বীমাপত্রের নিরাপত্তা, পরিচালন-পদ্ধতির নৈপুণ্য এবং সর্ব্বোপরি দেশবাসীর আন্তরিক সহযোগ ও সহানুভূতিই এই জয়যাত্রার পথে হিন্দুস্থানের প্রধান পাথেয়।

সাফল্যের পরিচয়

মোট চলতি বীমা	২৪ কোটি ৮২ লক্ষ টাকার উপর
বীমা তহবিল	৫ ,, ৪২ ,, ,, ,,
প্রিমিয়ামের আয়	১ ,, ১২ ,, ,, ,,
মোট সংস্থান	প্রায় ৬ কোটি টাকা
দাবী শোধ (১৯০৭-৪৩)	তিন কোটি টাকার উপর

নূতন বীমা (১৯৪৩)—
৫ কোটি ৩১ লক্ষ টাকার উপর

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ
ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড
হেড অফিস - হিন্দুস্থান বিল্ডিংস ঃ কলিকাতা

ঘোষ এণ্ড সন্স

প্রসিদ্ধ টাইল নির্ম্মাতা

ঘর ছাওয়াইবার রাণীগঞ্জ প্যাটার্ণের টাইল বিক্রয় জন্য প্রস্তুত আছে।

প্রোঃ শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘোষ
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৯শে পৌষ বুধবার সন ১৩৫১ সাল

ঠাট্টার শোচনীয় পরিণতি

নওগাঁ (রাজসাহী),—রাণীনগর হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, একজন হিন্দুস্থানী ভৃত্য তাহার বিদেশী মনিবের সহিত পাখী শিকারের সময় বন্দুকের গুলিতে আহত হওয়ার ফলে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। প্রকাশ যে, দুইটি গুলি পাখীর গায়ে না লাগার পর মনিব ঠাট্টা করিয়া রাইফেলটি ভৃত্যের প্রতি লক্ষ্য করাতে হঠাৎ বন্দুক হইতে গুলি বাহির হইয়া ভৃত্যের পঞ্জরের অস্থি ভেদ করিয়া চলিয়া যায়। চিকিৎসার জন্য তাহাকে নওগাঁ হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হয়। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে তাহার মৃত্যু ঘটে। নওগাঁর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট তাহার অন্তিম জবানবন্দী লইয়াছেন। কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

রাজবন্দীর কৃতিত্ব

নিরাপত্তা বন্দী শ্রীযুক্ত তারাপদ লাহিড়ী রাজসাহী জেল হইতে নন-কলেজিয়েট ছাত্র হিসাবে এই বৎসর দ্বিতীয় শ্রেণীতে বাঙ্গালা সাহিত্যে এম-এ পাশ করিয়াছেন। এই বৎসরেই তিনি প্রাথমিক আইন পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে দ্বিতীয় হইয়াছিলেন।

মালদহ-আখবার সম্পাদক
খান সাহেব আবদুল গণির পরলোক

আজ কয়েক দিন হইল খান সাহেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র মৌঃ হাফিজুর রহমান হোম গার্ড-এডজুট্যাণ্ট এর পদে কান্দি ও জঙ্গিপুর মহকুমায় কার্য্য করিবার জন্য জঙ্গিপুরে আসিয়াছিলেন। তাঁহার মুখে তাঁহার পিতার মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া আমরা অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছি। খান সাহেব কেবলমাত্র আমাদের সহযোগী সম্পাদক হিসাবে আমাদের স্বজন নহেন, তিনি জঙ্গিপুরের উপকণ্ঠস্থিত কানুপুর গ্রামের অধিবাসী। পিতামহের জীবনকালে পিতৃহীন হওয়ায় পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারী হন নাই। নিঃস্ব বালক বহু কষ্টে বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়া বর্ত্তমান অবস্থা ও সম্মানে উন্নীত হইয়াছিলেন। তিনি ক্ষুদ্র পল্লীবাসীর গৃহে জন্মগ্রহণ করিলেও মোস্লেম-সংস্কৃতির সহায়ক বহু প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। রোগ নাই ব্যাধি নাই, নৈশ আহার করিয়া শয়ন করিয়াছেন, প্রাতে তাঁহার প্রাণহীন দেহ স্বজনগণকে বজ্রাহতের ন্যায় শোকাকুল করিল। তাঁহার মৃত্যুর তারিখ ২১শে নভেম্বর ১৯৪৪। আমরা বিলম্বে এই সংবাদ পাইয়াও মর্ম্মাহত হইয়াছি। ভগবান তাঁর আত্মার শান্তি বিধান করুন ও স্বজনগণের শোক অপনোদন করুন ইহাই কামনা করি।

নূতন মাদ্রাসা

সাগরদীঘি থানার অন্তর্গত বারালা গ্রামে গরীব কৃষকগণ দ্বারা তাঁহাদের পুত্রকন্যাগণের বিদ্যাশিক্ষার্থ একটী মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হইয়া পরিচালিত হইতেছে। অর্থাভাবে উক্ত মাদ্রাসাটীর উন্নতিসাধন তাহাদের পক্ষে সম্ভবপর হইতেছিল না। বিষয়টী স্থানীয় এস, ডি, ও বাহাদুরের গোচরে আনা হয়। বিষয়টীর প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে স্থানীয় সার্কেল অফিসার মহোদয়ও অনুগ্রহপূর্ব্বক অনুমোদন করায় সদাশয় এস, ডি, ও বাহাদুর উক্ত মাদ্রাসাটীর উন্নতিকল্পে উপস্থিত এককালীন ২৫৲ পঁচিশ টাকা মাত্র গভর্ণমেণ্ট সাহায্য দান করিয়া গরীব কৃষক শ্রেণীর মহতী উপকার সাধন করতঃ গ্রামবাসীর অশেষ ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। গ্রামবাসিগণ যদি উক্ত মাদ্রাসাটীর প্রকৃত উন্নতি দেখাইতে পারেন তবে ভবিষ্যতে সদাশয় এস, ডি, ও বাহাদুরের সহানুভূতি লাভ তাঁহাদের পক্ষে সহজ ও সুলভ হইয়া উঠিবে। ইতি— পাবলিসিটী অফিস, জঙ্গিপুর

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালত
নিলামের দিন ১৫ই জানুয়ারী ১৯৪৫

১৯৪৪ সালের ডিক্রীজারী

৬৭৯ থাং ডিঃ কুমার নৃপেন্দ্রচন্দ্র পাঁড়ে দিং দেং হেমচন্দ্র মিত্র দাবি ৩৩৸৶৬ থানা ফরক্কা মৌজে আলাইপুর ১০-৪৩ শতকের কাত ৫।/৭ আঃ ২৫৲ থং ৩১৯ অধিনস্থ থং ৩২০, ৩২৬

৬৮০ থাং ডিঃ ঐ দেং কুমেদকামিনী দাসী মৃতান্তে খুদিরাম বারিক দাবি ৩২৸৶৩ মৌজাদি ঐ ৮৫ শতকের কাত ৫৶১৫ আঃ ২৫৲ থং ৫২

৬৮১ থাং ডিঃ ঐ দেং সেখ আব্বাস হোসেন দিং দাবি ১৫৭৷৶৩ থানা ঐ মৌজে ফতেপুর ৭-১২ শতকের কাত ১৯৷৶১০ আঃ ১৫০৲ থং ৭৫, ৭৬, ৭৭, ৭৯, ১০৪ (ক), ১০৫, ১০৯, ১১০

৫৯৮ থাং ডিঃ ধীরেন্দ্রনাথ রায় দেং সাতিম মণ্ডল দাবি ১২।৯ থানা সমসেরগঞ্জ মৌজে কাঞ্চনতলা ১-৩৮ শতকের কাত ৪৶১১ আঃ ৫৲ থং ১৬০২

৬২৫ থাং ডিঃ শ্রীমতী রাণী জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী দেং চন্দ্রকান্ত হালদার দাবি ১০।৶৩ থানা ফরোক্কা মৌজে কুলী ৪ শতকের কাত ৸৶৯ আঃ ৫৲ থং ১৭৫৩

৬২৬ থাং ডিঃ ঐ দেং জয়া হালদার দিং দাবি ১০৷৯ মৌজাদি ঐ ৫ শতকের কাত ৸৶১১ আঃ ৫৲ থং ১৩১০

৬২৭ থাং ডিঃ ঐ দেং গুরুপ্রসাদ পাল দিং দাবি ১১৸৶৯ মৌজাদি ঐ ৬ শতকের কাত ১৶১ আঃ ৭৲ থং ১০৯১

৬২৯ থাং ডিঃ ঐ দেং পাঁচু সেখ দাবি ৮৸৯ মৌজাদি ঐ ৭ শতকের কাত ৷৶৩ আঃ ৫৲ থং ১৬৯৫

৬৩১ থাং ডিঃ ঐ দেং জয়া হালদার দিং দাবি ১৩৸৶০ মৌজাদি ঐ ৭ শতকের কাত ১৷৯ আঃ ১০৲ থং ১৩১১

৬৫২ থাং ডিঃ কণিকারাণী দেবী দেং মঞ্জরীমণি দাসী দাবি ৬৭৸৶৩ থানা সমসেরগঞ্জ মৌজে ধুসরীপাড়া ২-৫৩ শতকের কাত ১১৶২ আঃ ৬০৲ থং ৪৭৬।৩ রায়ত স্থিতিবান

৬৫৩ খাং ডিঃ ঐ দেং জিনার্দ্দী মুন্সী দিং দাবি ২৭৸৬ মৌজাদি ঐ ১-৪৬ শতকের কাত ৩৸৶০ আঃ ২২৲ খং ৪১৪ ঐ স্বত্ব

৬৫৫ খাং ডিঃ ঐ দেং মদনমোহন মিশ্র দাবি ৪৬৸৩ মৌজাদি ঐ ১-৮৫ শতকের কাত ৫৷৶০ আঃ ৪০৲ খং ৫১৩ ঐ স্বত্ব

৬৫৬ খাং ডিঃ ঐ দেং বীণাপাণি দাসী দাবি ১৮৸৶৬ মৌজাদি ঐ ১-১১ শতকের কাত ২৷৶৯ আঃ ১৫৲ খং ৪০৫ ঐ স্বত্ব

৬৫৪ খাং ডিঃ ঐ দেং ভোলা সেখ দিং দাবি ৩০৸৬ থানা ঐ মৌজে দুর্গাপুর ৭৪ শতকের কাত ৩৷৶০ আঃ ২২৲ খং ৭৬ ঐ স্বত্ব

৩৪২ খাং ডিঃ গাজিবর খাঁ পীরের মোতয়ালি মহম্মদ ইয়াদ হোসেন দেং দেল আফরোজ বিবি দিং দাবি ৩৫৷৶৬ থানা সাগরদীঘি মৌজে শীতলপাড়া ৯২ শতকের কাত ৫৷৷০ আঃ ২৫৲ খং ২৬৪ রায়ত স্থিতিবান

৩৬ মনি ডিঃ বামাচরণ দাস দেং নাকফুরী দাসী দাবি ৪৪৶০ থানা সুতী মৌজে আহিরণ ১৬ শতকের কাত ৩৸৶৯ জমার অন্তর্গত ৫ শতক জমি তদুপরিস্থিত ঘর ১খানি মায় চাল ছাপ্পর নওয়া জিমা আঃ ১০৲ খং ৪৮৯

৬৫ মর্গেজ ডিঃ গোকুলচন্দ্র ঘোষ দেং আহিনা বিবি দিং দাবি ৪৪৭৷৶০ থানা সাগরদীঘি মৌজে কড়াইয়া ৩৫ শতকের কাত ১৷৩ আঃ ৬১৲ খং ১৭১ ২নং লাট মৌজাদি ঐ ৬-৫৮ শতকের কাত ৩৯৶২ আঃ ১৯৯৲ খং ২১৩

৬৬ মর্গেজ ডিঃ ধনঞ্জয় দত্ত নাঃ পক্ষে অলি মাতা শ্বেতবরণী দাসী দেং দোস্তমহম্মদ বিশ্বাস দাবি ১২৩৷৶৬ থানা সমসেরগঞ্জ মৌজে শিবপুর ২৮/১ জমির কাত ২০৸৶০ জমার অন্তর্গত ৭/০ আঃ ৮০৲ খং ১৯০ ২নং লাট থানা সুতী মৌজে থোকসাগাছি ১৩৸০ জমির কাত ১৪৶১১ জমার মধ্যে ৬৸২৷০ আঃ ৫০৲ খং ৮৪

৬৭২ খাং ডিঃ মতিউল্লা বিশ্বাস দেং নলিনীকুমার চৌধুরী দিং দাবি ২০৷৶৯ থানা সাগরদীঘি মৌজে খেরুর ৬৭ শতকের কাত ১৲ আঃ ৫৲ খং ১১৭৪

৬৭৩ খাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ১৩০৩ মৌজাদি ঐ ১-৪৪ শতকের কাত ৮৷৷০ আঃ ২৫৲ খং ১১৭২

৬৭৪ খাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ৭৩৷৶৬ মৌজাদি ঐ ৮৯ শতকের কাত ৫৷৷০ আঃ ২০৲ খং ১১৭৩

৫৪৯ খাং ডিঃ সেবাইত মহান্ত গণপতি দাস গোস্বামী দেং লালমহম্মদ সেখ দিং দাবি ৪৫৸৶৯ থানা সাগরদীঘি মৌজে ভুরকুণ্ডা ৩-২৩ শতকের কাত ১৫৷৬ আঃ ১৫৲ খং ২৬৬

৫৫০ খাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ২৫৷৶৬ মৌজাদি ঐ ১-৭৭ শতকের কাত ৭৸৶০ আঃ ১০৲ খং ২৬৪

৫৫১ খাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ৮৷৶০ মৌজাদি ঐ ২৫ শতকের কাত ৷৶৬ আঃ ৪৲ খং ২৬৫

৫৫২ খাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ২৪৷৶৬ মৌজাদি ঐ ১-৫৪ শতকের কাত ৭৸৶৬ আঃ ৯৲ খং ২৬৭

৬৫১ খাং ডিঃ হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় দিং দেং তারকনাথ রায় চৌধুরী দিং দাবি ৩৭৸৶৬ থানা সাগরদীঘি মৌজে ধামুয়া ৬-৬৭ শতকের কাত ৬৲ আঃ ৩০৲ খং ২৮

৪০৯ খাং ডিঃ মোজাম্মেল হক মিঞা দিং দেং এসমাইল সেখ দিং দাবি ১৯৷৷৶৩ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে দক্ষিণপাড়া ও ধলো ৩৭ শতকের কাত ২৲ আঃ ৫৲ খং ২৮

৭১ মর্গেজ ডিঃ মহাম্মদ আইউব বিশ্বাস দেং নজিবুল্লা সেখ দাবি ২৩৮৷৶৬ থানা সমসেরগঞ্জ মৌজে মহাম্মদপুর ৭৫ শতকের কাত ১৸৶৩ তদুপরিস্থিত কুল বৃক্ষ ১৪ পেড় আম্র বৃক্ষ ১ পেড় আঃ ৫০৲ রায়ত স্থিতিবান

খেজুর গাছ ও খেজুরের গুড়

(রায় দেবেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর)

বাংলাদেশের প্রায় সব জেলাতেই খেজুর গাছ জন্মে; তবে যশোর, খুলনা, মুর্শিদাবাদ, ২৪ পরগণা প্রভৃতি জেলাতেই এই গাছের সংখ্যা বেশী।

আমাদের দেশের খেজুর তেমন বড়ও হয় না, মিষ্টিও হয় না; ইহার আঁটিও খুব বড়, সেইজন্য ফল হিসাবে ইহার তত আদর নাই; রসের জন্যই আমাদের দেশে খেজুর গাছের বেশী আদর; এই রস হইতে অতি উপাদেয় গুড় প্রস্তুত হয়। যশোর, খুলনা, ২৪ পরগণা প্রভৃতি জেলার খেজুরের গুড় অতি প্রসিদ্ধ এবং উহার চাহিদাও বেশী।

প্রধানতঃ যশোর ও অন্যান্য কয়েক স্থানে পূর্ব্বে খেজুরের গুড় হইতে দেশী প্রণালীতে চিনি প্রস্তুত হইত; ইহাকে "দলুয়া" চিনি বলিত; কিন্তু বর্ত্তমানে দেশী প্রথায় চিনি প্রস্তুত আর হয় না বলিলেই চলে।

রঞ্জন সুধা

অম্বল ও সর্ব্বপ্রকার পেটের অসুখের অব্যর্থ মহৌষধ
ইহা ছাড়া এইখানে ম্যালেরিয়া ও সকল প্রকার
রোগের চিকিৎসা করা হয়।
হাকিমী ঔষধালয়
জঙ্গিপুর সাহেববাজার, (মুর্শিদাবাদ)

(৫ম কলমের জের)

দুঃখের বিষয় পূর্ব্বে যেমন খেজুরের গুড়ের জন্য খেজুরের গাছের যত্ন করা হইত, এখন আর সেইরূপ যত্ন করা হয় না; এমন কি অনেক স্থানে খেজুর গাছ হইতে রসও সংগ্রহ করা হয় না; ইহার ফলে অনেক স্থানেই খেজুর গাছ নষ্ট হইয়া যাইতেছে; আবার যে সকল গাছ হইতে রস সংগ্রহ করিয়া উহা হইতে গুড় প্রস্তুত করা হয় সেই সকল গাছের উপযুক্ত যত্ন লওয়া হয় না বলিয়া সেই সকল গাছ হইতে উপযুক্ত পরিমাণ রসও পাওয়া যায় না।

কিন্তু খেজুর গাছ হইতে বেশ আয় করা যায়; বিশেষতঃ বর্ত্তমান সময়ে গুড় ও চিনির অভাব দূর করিবার জন্য খেজুরের গুড় প্রস্তুতের প্রতি আমাদের বিশেষ মনোযোগ দেওয়া দরকার হইয়া পড়িয়াছে।

খেজুর গাছ কাটিয়া উহা হইতে রস সংগ্রহ করিবার জন্য বিশেষ অভিজ্ঞতার দরকার; যাহারা এই কাজ করে তাহাদিগকে 'সিউলি' বা 'গাছি' বলে। দুঃখের বিষয় আজকাল অনেক স্থানেই 'সিউলির' অভাব বশতঃ খেজুর গাছ হইতে রস সংগ্রহ করাও অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে।

উপযুক্ত জমি

উঁচু দোআঁশ জমি খেজুর গাছের পক্ষে উপযুক্ত; অল্প নীচু জমিতেও খেজুর গাছ জন্মে; এইরূপ জমিতে বর্ষার যে অল্প পরিমাণ জল জমে তাহা খেজুর গাছের পক্ষে উপকারী; কিন্তু জমি খুব নীচু হইলে এবং উহাতে অধিক পরিমাণ বর্ষার জল দাঁড়াইলে খেজুর গাছের অনিষ্ট হয়।

বীজ ক্ষেত্র ও চারা উৎপাদন

খেজুর গাছের বীজ হইতে চারা উৎপাদন করিয়া ঐ চারা নাড়িয়া আসল জমিতে পুঁতিতে হয়।

বীজ-ক্ষেত্র ভাল ভাবে প্রস্তুত করা দরকার অর্থাৎ বীজ ক্ষেত্রের মাটি বেশ গুঁড়া করা আবশ্যক; উহার সঙ্গে ইট, পাটকেল, ঝামা ইত্যাদির টুকরা যেন মিশিয়া না থাকে,

(পর পৃষ্ঠা দেখুন)

ঘাস, জঙ্গলের শিকড়, কাঠি ইত্যাদি বাছিয়া ফেলা দরকার; বীজ ক্ষেত্রে উপযুক্ত পরিমাণ পচা গোবর সার কিম্বা ঘাস, জঙ্গল, কচুরি পানা, আবর্জ্জনা ইত্যাদি পচানো সার (কম্পোষ্ট) প্রয়োগ করা উচিত; বীজ ক্ষেত্র সাধারণ জমি অপেক্ষা এমন উঁচু হওয়া দরকার যেন উহা বর্ষার জলে ডুবিয়া না যায়, উহার মাঝখান এমন উঁচু এবং দুই পাশ এমন ঢালু হওয়াও দরকার যেন উহার উপর বৃষ্টির জল দাঁড়াইয়া থাকিতে না পারে।

বীজ বোনার সময়

বর্ষার সময়েই বীজ ক্ষেত্রে বীজ বুনিতে হয়; অন্ততঃ দুই হাত অন্তর বীজ বোনা উচিত।

চারার যত্ন ও চারা নাড়িয়া পোঁতা

বীজ হইতে চারা বাহির হইলে উহার যত্নেরও দরকার অর্থাৎ বীজ ক্ষেত্রের জমির ঘাস, জঙ্গল বাছিয়া উহা পরিষ্কার রাখিতে হইবে; পোকা মাকড় লাগিলে উহাদের মারিয়া ফেলিতে হইবে; জমিতে রসের অভাব হইলে জল সেচন করিতে হইবে ইত্যাদি। চারার বয়স দুই বৎসর হইলে উহা নাড়িয়া আসল জমিতে পুঁতিতে হয়। ৬ হইতে ৮ হাত অন্তর চারা পোঁতা উচিত। ৮ হাত অন্তর চারা পোঁতাই প্রশস্ত।

আসল জমি প্রস্তুত

চারা পুঁতিবার অন্ততঃ এক মাস আগে জমি ভাল ভাবে চাষ করিতে হয়; এবং উহাদের পুঁতিবার জন্য গর্ত্ত করিতে হয়, প্রত্যেক গর্ত্ত অন্ততঃ দুই হাত গভীর ও দুই হাত চওড়া হওয়া দরকার; মাটির সঙ্গে উপযুক্ত পরিমাণ গোবর সার কিম্বা ঘাস, জঙ্গল, কচুরিপানা, আবর্জ্জনা ইত্যাদি পচানো সার ভাল ভাবে মিশাইয়া গর্ত্ত ভরাট করিয়া দিতে হয়। ইহার সঙ্গে অল্প পরিমাণ হাড়ের গুঁড়া দিতে পারিলে গাছের খুবই উপকার হয়। প্রত্যেক গর্ত্তের মাঝখানে একটি চারা পুঁতিতে হয়।

গাছের যত্ন

চারা পুঁতিবার পর জমিতে রসের অভাব হইলে জল সেচনের দরকার; প্রত্যেক ঋতুর পর গাছের গোড়ায় গোবর সার কিম্বা ঘাস, জঙ্গল, কচুরিপানা, আবর্জ্জনা ইত্যাদি প্রয়োগ করা উচিত। ক্রমশঃ

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

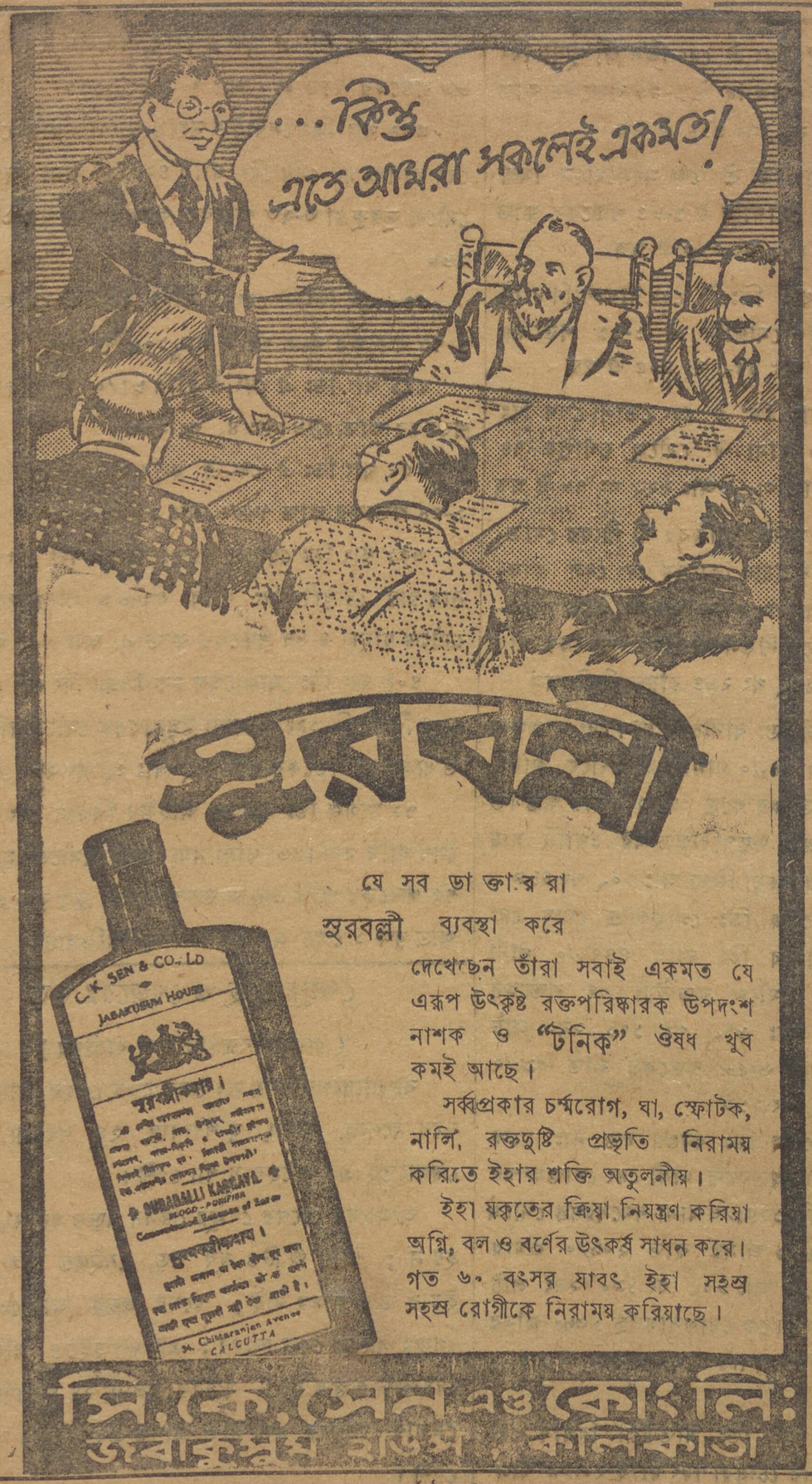

সুরবল্লী

যে সব ডাক্তাররা
সুরবল্লী ব্যবস্থা করে
দেখেছেন তাঁরা সবাই একমত যে এরূপ উৎকৃষ্ট রক্তপরিষ্কারক উপদংশ নাশক ও "টনিক" ঔষধ খুব কমই আছে।

সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগ, ঘা, স্ফোটক, নালি, রক্তদুষ্টি প্রভৃতি নিরাময় করিতে ইহার শক্তি অতুলনীয়।

ইহা যকৃতের ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করিয়া অগ্নি, বল ও বর্ণের উৎকর্ষ সাধন করে। গত ৬০ বৎসর যাবৎ ইহা সহস্র সহস্র রোগীকে নিরাময় করিয়াছে।

সি. কে. সেন এণ্ড কোং লিঃ
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা

দি ওয়ার্ম ইণ্ডিকা (আমেরিকায় পরীক্ষিত)

অদ্যাবধি বহু রোগী ইহাতে আশ্চর্য্যজনক ফল পাইয়াছেন। ব্যবস্থানুযায়ী মানুষ ও গরু, মহিষ, ছাগল প্রভৃতি জন্তুর কৃমি রোগ আরোগ্য হইবে। ইহাতে রক্ত-আমাশয় ও কানের পুঁজ আরোগ্য হয়।

প্রাপ্তিস্থান—ডাঃ দেবেন্দ্রচন্দ্র দাস
"অটলবিহারী শাখা ঔষধালয়" রঘুনাথগঞ্জ, (মুর্শিদাবাদ)